দৈনিক

ইনকিলাব

তারিখ ... 29 JUL 2005

পৃঃ ... ২ ... কলাম ... ৬

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রিসভা কমিটির দীর্ঘসূত্রতায় উদ্বেগ প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও সদস্য সচিব মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ ফাজিল-কামিলের মান প্রদানের জন্য এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে অধিকতর চিন্তা-ভাবনা ও বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নামে মন্ত্রিসভা কমিটি দীর্ঘসূত্রতার পথ অবলম্বন করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, প্রায় শত বছর ধরে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকসহ ওলামা-মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ জনতা উক্ততর মাদ্রাসা শিক্ষার সনদ প্রদানের নিমিত্তে একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ফাজিল-কামিলের কারিকুলামকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মানের বলে ঘোষণা করেছে এবং বর্তমান সরকারও ক্ষমতায় আসার পর ফাজিল-কামিল মাদ্রাসাকে অধিভুক্ত করার জন্য এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল অথচ একটি স্বীকৃত বিষয় দ্রুত বাস্তবায়ন না করে অযথা মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে একবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রিসভা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

নিয়ে বিলুপ্ত করার চেষ্টা আবার বিশেষজ্ঞ কমিটি করে রিপোর্ট তৈরী, এতসব টালবাহানার মাধ্যমে প্রায় শত বছরের একটি গণদাবীকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

নেতৃদ্বয় বলেন, সরকার যদি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং জগন্নাথ কলেজ ও বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে পারে তাহলে দেশের প্রায় চৌদ্দশত ফাজিল-কামিল মাদ্রাসাকে অধিভুক্ত করার জন্য একটি মাত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না- এটা হতে পারে না। তারা বলেন, দেশের সর্বস্তরের ওলামা-মাশায়েখ ও মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষক ও ইসলামী জনতার আবেগ, অনুভূতি ও দাবীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হলে তা সরকারের জন্যই চরম ক্ষতি ও অকল্যাণের কারণ হবে বলে আমরা মনে করি।

আল-ইসলাহ'র সভা

আনজুমানে আল ইসলাহ বাংলাদেশ সিলেট জেলা শাখার দায়িত্বশীল সমাবেশ গতকাল (বৃহস্পতিবার) সোবহানীঘাটস্থ কার্যালয়ে জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মুফতী মাওলানা এ কে এম মনোওর আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা এম এ আলীমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা বলেন, ফাজিল-কামিলকে যথাক্রমে ডিগ্রী এবং মাস্টার্স-এর সমমান দেয়ার দাবীটি দীর্ঘদিনের। মাদ্রাসার ফাজিলকে বিএ এবং কামিলকে এমএ-এর সমমান দেয়ার প্রসঙ্গটি এই জন্যই আলোচিত হচ্ছে যে, এ দুটি শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা তুলনামূলকভাবে সমমানের চেয়ে বেশী শিক্ষা অর্জন করার পরও কেবলমাত্র মান প্রদানের সরকারী ঘোষণার অভাবে বিসিএসসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। তাই একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই মান প্রদান বর্তমানে জাতীয় দাবীতে পরিণত হয়েছে। সভায় মন্ত্রী পরিষদ কমিটির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা এবং ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর দাবী জানানো হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সিলেট জেলা সভাপতি উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবু জাফর নোমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ছালেহ আহমদ, মাওলানা পিয়ার মাহমুদ, মাওলানা ওয়াইবুর রহমান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হালিম উল্লাহ, মাওলানা আতাউর রহমান, অফিস সম্পাদক মাওলানা [illegible] রহমান, মাওলানা আজিজ আহমদ, মাওলানা অলিউল্লাহ, মাওলানা ছালেহ আহমদ, মাওলানা সুহাইবুর রহমান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা এ দেশের মাদ্রাসা শিক্ষক, ছাত্র-জনতা, আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার দাবী মেনে নিয়ে অনতিবিলম্বে ফাজিল ও কামিলের মান প্রদান, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাসমূহকে সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সমপরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্য দূরীভূত করাসহ অন্যান্য দাবী-দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

আহলে সুন্নাত ঐক্য পরিষদ

আহলে সুন্নাত ঐক্য পরিষদের মহাসচিব আলহাজ্ব মাওলানা জাকির হোসাইন এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিল শ্রেণীকে ডিগ্রী ও মাস্টার্স-এর মান প্রদান করার জন্য সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে জামায়াতী (মওদুদীবাদী জামায়াতে ইসলামী) ফর্মূলায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার তথাকথিত সংস্কার ও মানোন্নয়নের চক্রান্ত এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ ও আলেম সমাজ কিছুতে মেনে নিবেন না। তিনি বলেন, ইসলাম পরিপন্থী বিভ্রান্ত মওদুদীবাদী ঈমান বিধ্বংসী বীজ মাদ্রাসাগুলোতে অনুপ্রবেশের ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা আজ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদেরকে অবশ্যই মাদ্রাসাগুলোকে বিষাক্ত মওদুদীবাদের ছোবল থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হতে হবে।

বগুড়া জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

বগুড়া অফিস ঃ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন বগুড়া জেলা শাখার আহবায়ক কমিটির এক সভা গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিকালে ঠনঠনিয়া নূরুল আলা নূর সিনিয়র মাদ্রাসায় প্রিন্সিপাল শামছুদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ফাযিল-কামিলকে ডিগ্রী ও এমএ'র মান প্রদান এবং স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সরকারীভাবে প্রদান, কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি, মাদ্রাসায় ৩০ শতাংশে মহিলা কোটা বাতিল, এবতেদায়ী পর্যায়ে ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি, ইউনিয়ন কোটা ও দাখিল পর্যায়ে ৮ম শ্রেণী বৃত্তি কোটা প্রদানসহ জমিয়াতের ন্যায্য দাবীসমূহ তুলে ধরা হয় জোরালো ভাষায়। সভায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা আ ন ম ইমরান, মাওলানা আশরাফ আলী, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা আবু তোরাব, মাওলানা মামুনুর রশিদ, মাওলানা জি এম আবু বক্কর ছিদ্দিক, মাওলানা শহীদুল ইসলাম, রেজাউল করিম রেজা, মাওলানা তোফায়েল আহমেদ, মাওলানা মোজাম্মেল হোসাইন, মাওলানা রাগেব হাসান ওসমানী, মাওলানা আব্দুস সামাদ ও সংগঠনের উপদেষ্টা পীরজাদা ওসমান গনি।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের উপজেলা শাখাসমূহ পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঝালকাঠি জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীন

ঝালকাঠি থেকে সংবাদদাতা ঃ ঝালকাঠি জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নির্বাহী কমিটির সভায় অবিলম্বে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করে ফাজিল ও কামিলকে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় স্নাতক ও এমএ'র মান প্রদানের দাবী করা হয়েছে। গত ২৮ জুলাই ঝালকাঠি জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নির্বাহী কমিটির সভায় ঝালকাঠি শহরস্থ ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এ দাবী করা হয়। গতকাল (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা জমিয়াতের সভাপতি ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী, স্বাগত বক্তৃতা দিয়ে সভা পরিচালনা করেন জেলা জমিয়াতের সম্পাদক, ঝালকাঠি ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুহাম্মদ আবদুর রশীদ। সভায় ঝালকাঠি জেলার ৩৮টি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, ভাইস-প্রিন্সিপাল, মুহাদ্দিস, সুপার, যারা নির্বাহী কমিটির অন্তর্ভুক্ত তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বক্তৃতা করেন ঝালকাঠি সদর উপজেলা থেকে মাওলানা আব্দুল মান্নান, মাওলানা আবদুল হক, মাওলানা 'আবদুল হাই, মীরবহর, মাওলানা আবদুল খালেক, কাঁঠালিয়া উপজেলা থেকে মাওলানা আবদুস সত্তার, মাওলানা ফজলুর রহমান, রাজাপুর থেকে মাওলানা রফিকুল ইসলাম, মাওলানা ফজলুর রহমান, মাওলানা নিজামউদ্দিন, মাওলানা শাহজাহান খান, নলছিটি উপজেলা থেকে মাওলানা আমিনুল ইসলাম, মাওলানা আবদুল মান্নান। সভাপতি তার বক্তৃতায় গত ৪ জুলাই ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ইনকিলাবের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনের স্মৃতিচারণ করেন এবং জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সিনিয়র সহসভাপতি ইনকিলাব সম্পাদকের সুষ্ঠু পদক্ষেপের প্রশংসা করেন।

মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর জেলা সংবাদদাতা ঃ বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা পরিষদ বৃহস্পতিবার কওমী মাদ্রাসার সনদের সরকারী স্বীকৃতি ও স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে মেহেরপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। পরিষদের সভাপতি আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে মাওলানা মুফতি আবুল কালাম কাশেমীর নেতৃত্বে মিছিল শেষে জেলা প্রশাসক হাজী মোঃ নুরুন নবী তালুকদারের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। মিছিলে চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলার ওলামা নেতাকর্মীরাও যোগদান করেন।

সিলেট জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভা

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন সিলেট জেলা শাখার নবনির্বাচিত কমিটির দায়িত্বশীলদের প্রথম সভায় নেতৃবৃন্দ বলেছেন, সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদের একমাত্র প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য রক্ষার্থে সর্বস্তরের মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীরা সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ। কোন ষড়যন্ত্রই জমিয়াতের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারবে না- ইনশাআল্লাহ।

গত বৃহস্পতিবার জেলা জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কার্যালয় নগরীর শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসার মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা কমরুদ্দীন চৌধুরী, জেলা সেক্রেটারী অধ্যক্ষ এ কে এম মনোওর আলীর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব সাবেক জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা হাবিবুর রহমান, জেলা সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা আতাউর রহমান, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবু জাফর মোঃ নুমান, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রহিম, যুগ্ম সম্পাদক অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল লতিফ, অধ্যক্ষ মাওলানা আঃ মালিক, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ মাওলানা রেদওয়ানে জাহান, সাবেক সেক্রেটারী নুমান আহমদ বিশ্বনাথী, মাওলানা ইউনুস আহমদ, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবু [illegible] সিকন্দর, উপাধ্যক্ষ মাওলানা হুসাইন আহমদ, মাওলানা আব্দুল আজিজ উজিরপুরী, মাওলানা মজিবুর [illegible]

ইত্তেহাদে মুসলিম উম্মাহ বাংলাদেশ

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামা-মাশায়েখ ও ছাত্র-জনতার প্রাণের দাবী অনুযায়ী স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারী ঘোষণা প্রদানের আহ্বান জানিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ইত্তেহাদে মুসলিম উম্মাহ বাংলাদেশের সভাপতি ও ইসলামিক দাওয়াত ও গবেষণা সেন্টার বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা আতাউর রহমান আরেফী, ইত্তেহাদ-এর মহাসচিব মাওলানা মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম মহাসচিব মুফতী আমীমুল ইহসান এক যুক্ত বিবৃতিতে উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এ দাবী মানতে ব্যর্থ হলে সরকারকে চরম মূল্য দিতে হবে।

বাংলাদে আহলে হাদীস যুবসংঘ

বাংলাদেশ আহলে হাদীস যুবসংঘ ঢাকা জেলার উদ্যোগে গতকাল (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১টায় বংশালস্থ কার্যালয়ে হাফেজ মাওলানা শামসুল হক সিরাজীর সভাপতিত্বে ও মোঃ নূরুল আলমের পরিচালনায় এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আহলে হাদীস আন্দোলন ঢাকা জেলার তাবলীগ সম্পাদক মোঃ ইসমাঈল হোসেন, যুবসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মাসুম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আবদুল হামীদ, অর্থ সম্পাদক মোঃ ফজলুল হক, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুনিরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ছফিউল্লাহ খান ও দপ্তর সম্পাদক মুহাম্মদ মহসিন আকন্দ প্রমুখ।

সভায় বক্তাগণ বলেন, সরকারের প্রতি ফাযিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সমতুল্য মান দানের ব্যাপারে বাস্তব সম্মত রিপোর্ট পেশ করার আহ্বান জানান। বক্তাগণ বলেন, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রদান করা ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতা করতে হবে। নেতৃবৃন্দ ডঃ গালিবসহ কেন্দ্রীয় ৪ নেতার নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান।